পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-২০২৩

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘‘সুন্দরবনকে রক্ষা করেন
না হলে বাংলাদেশ থাকবে না’’

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

''জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক ইস্যু এবং
এর সমাধান অবশ্যই বৈশ্বিকভাবে হতে হবে...
এ জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত এবং কার্যকর পদক্ষেপ''

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিবেশ সুরক্ষা
ও
জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায়
২০০৯-২০২১

উপদেষ্টা

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

হাবিবুন নাহার এম.পি.
উপমন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

ড. ফাহমিদা খানম
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) — আহ্বায়ক
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

শামিমা বেগম
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) — সদস্য
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

আসমা শাহীন
উপসচিব (পরিকল্পনা-৬ শাখা) — সদস্য
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

জেসমিন নাহার
উপসচিব (প্রশাসন-২ শাখা) — সদস্য
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

দীপংকর বর
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা — সদস্য
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মোঃ কামরুল ইসলাম
উপসচিব (পরিকল্পনা-৪ শাখা) — সদস্য সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০২৩

প্রকাশনায়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের অর্জিত উন্নয়ন ও সফলতা বিষয়ে 'পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-২০২৩' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাহাড় ও টিলা কর্তন এবং পুকুর ও জলাশয় ভরাট রোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে দেশজুড়ে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান প্রণয়ন করা রয়েছে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, পরিবেশ, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন রেটিফিকেশন করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সফল উদ্যোগ ও নেতৃত্বের কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ' অর্জন করেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

'পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-২০২৩' শিরোনামে প্রকাশিত এ পুস্তিকাটির মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-২০২৩ সালের কর্মকাণ্ড ও সফলতার তথ্য জনগণ জানতে পারবে বলে আমি মনে করি। প্রকাশনাটির সংকলন ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.

উপমন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও সফলতা বিষয়ে 'পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-২০২৩' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণে 'Water Pollution Control Ordinance, 1973' জারি করেছিলেন। তিনি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে বন, হাওড় ও নদীসহ বিভিন্ন ধরনের জলাশয় সংরক্ষণ এবং দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যেও তিনি আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও সুন্দরবনের উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রয়াসসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। এ বিশেষ পুস্তিকার মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের সফলতার তথ্য জনগণ জানতে পারবে বলে আমি মনে করি।

'পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-২০২৩' শিরোনামের এ পুস্তিকাটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাবিবুন নাহার

হাবিবুন নাহার এম.পি.

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভীষ্ট লক্ষ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণকল্পে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বন সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অদম্য ও গতিশীল নেতৃত্বে পরিবেশ উন্নয়ন, বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, এবং জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সুনীল অর্থনীতির ওপর গুরুত্বারোপ, উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনীর বিস্তার, এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে । একইভাবে, কার্বন নি:সরণ কমানো, বায়ু, পানি এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহার সীমিতকরণে ইতিবাচক সাফল্য অর্জিত হয়েছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার আলোকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের কর্মকাণ্ড একটি পুস্তিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে -'পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-২০২৩' প্রকাশিত হচ্ছে । আশা করি এ প্রকাশনা জনগন, গণমাধ্যম, একাডেমিয়া, গবেষক তথা সকল স্তরের পাঠককে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লেষে সরকারের অর্জন সম্পর্কে ধারনা দিতে সক্ষম হবে। এ প্রকাশনাটির সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ড. ফারহিনা আহমেদ

সূচিপত্র

১. পরিচিতি	০১
২. সাংবিধানিক স্বীকৃতি	০৪
৩. আন্তর্জাতিক অর্জন ও স্বীকৃতি	০৪
৪. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ	০৫
৫. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য অর্জন	০৭
৬. দূষণ নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি	১১
৭ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান	১৬
৮ পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৬
৯. পুরস্কার প্রবর্তন	১৭
১০. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা	১৮
১১ বনাচ্ছাদন ও বৃক্ষাচ্ছাদন সম্পর্কিত তথ্য	২৬
১২ রাবার উৎপাদন ও রাবার শিল্প	২৯
১৩ গবেষণায় সাফল্য	৩০
১৪. প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	৩৪

১. পরিচিতি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের তিনটি নির্বাচনী ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলা, বিদ্যমান বন সংরক্ষণ, নতুন বন সৃজন, উপকূলীয় ও চরাঞ্চলে টেকসই বনায়ন, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ সুরক্ষা উদ্যোগ বাস্তবায়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করেছে, যার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

১.১ ভিশন

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় টেকসই বন ও পরিবেশ।

১.২ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

১.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১.৪ অধীন সংস্থা

১। পরিবেশ অধিদপ্তর
২। বন অধিদপ্তর
৩। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
৪। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
৫। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট
৬। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
৭। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

১.৫ আন্তর্জাতিক সংযোগ

- United Nations Environment Programme (UNEP)
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
- Convention on Biological Diversity (CBD)
- Basel Convention
- Global Environment Facility (GEF)
- United Nations convention to Combat Desertification (UNCCD)
- Ramsar Convention on Wetlands
- Global Strategy for Plant Conservation (GPSC)
- Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)
- United Nations Forum on Forests(UNFF)
- Extended Credit Facility (ECF)
- Extended Fund Facility (EFF)
- Resilience and Sustainability Facility (RSF)
- Multilateral Fund for Montreal protocol
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
- Programme of Work on Protected Areas (PoWPA)
- International Organization for Migration (IOM)
- Doha Programme of Action (DPoA)
- Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment (APRHE)
- Asian development Bank (ADB)
- International Monetary Fund (IMF)
- Islamic Development Bank (IDB)
- Local Consultative Group (LCG)
- United Nations Organizations (UNO)
- European Commission (EC)
- World Bank Group

২. সাংবিধানিক স্বীকৃতি

বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে ২০১১ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক নিম্নলিখিত ভাবে পরিবেশ সংরক্ষণকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

" রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর নির্বাহী পরিচালক Achim Steiner এর কাছ থেকে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন (তারিখ:২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫)

৩. আন্তর্জাতিক অর্জন ও স্বীকৃতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সফল উদ্যোগ ও নেতৃত্বের কারণে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) কর্তৃক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পলিসি লিডারশীপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ' এ ভূষিত করা হয়।

মন্ট্রিল প্রোটোকলের সফল বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ দুইবার UNEP এর স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া, ওজনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহের চোরাচালান রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ২০১৯ সালে UNEP এর 'Global Montreal Protocol Award for Customs and Enforcement Officers' পুরস্কার লাভ করে।

এছাড়া, ওজনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহের চোরাচালান রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ২০১৯ সালে UNEP এর 'Global Montreal Protocol Award for Customs and Enforcement Offiecers' পুরস্কার লাভ করে।

পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের অর্জনে 'সবুজ বাংলাদেশ-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপ-কমিটি আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

৪. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ণ ও হালনাগাদকরণ

বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ৬টি আইন, ১৬টি বিধিমালা, ৯টি নীতিমালা/প্রবিধানমালা এবং ২টি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/সংশোধনপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা
১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন,১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)
২. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন,২০১০
৩. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা,২০১০
৪. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা,২০১০
৫. পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ (সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন)
৬. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা,২০০৪ (সংশোধিত ২০১০ ও ২০১১)
৭. বিপদজনক ও জাহাজ ভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১
৮. বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা,২০১১
৯. বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা,২০১১
১০. আগর বৃক্ষ বিক্রয় নীতিমালা,২০১২
১১. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা,২০১২
১২. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন,২০১২
১৩. করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা,২০১২
১৪. জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২;
১৫. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনা প্রবিধানমালা,২০১৩
১৬. সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা,২০১৪
১৭. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০১৬
১৮. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭
১৯. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০১৭
২০. হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা,২০১৭
২১. পরিবেশ নীতিমালা,২০১৮
২২. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন,২০১৯
২৩. কুমির লালন-পালন বিধিমালা,২০১৯
২৪. পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০২০
২৫. বন্যপ্রাণি অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা,২০২০
২৬. বন্যপ্রাণি দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা,২০২১
২৭. ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০২১
২৮. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০২১
২৯. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা,২০২২
৩০. বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী) ২০২২
৩১. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,২০২৩ এবং
৩২. বাংলাদেশের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল,২০২১-২০৩৬

৫. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য অর্জন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু প্রশমনের মাধ্যমে তাপমাত্রা হ্রাসে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনসহ (COP) অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে জলবায়ু নেগোসিয়েশনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। শুধুমাত্র উন্নত বিশ্বের দিকে তাকিয়ে না থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার বিশদ পরিকল্পনা এবং কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত Conference of the Parties (COP) - 26 এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক UNFCCC- এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আওতায় ১১৩টি অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে NAP দেশের অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল দলিল হিসেবে কাজ করবে যা গত ০২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ UNFCCC-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ কর্তৃক ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে UNFCCC-তে Updated Nationally Determined Contributions (NDCs) দাখিল করা হয়েছে। উক্ত Updated NDC-অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালে মধ্যে unconditionally ৬.৭৩% এবং conditionally (বৈদেশিক সহায়তা সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

- ভবিষ্যত প্রজন্মের জলবায়ু সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ "Mujib Climate Prosperity Plan 2022-2041" প্রস্তুত করেছে, যা বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা থেকে স্থিতিস্থাপকতা হয়ে সমৃদ্ধির দিকে গতিপথ নির্ধারণ করবে।

- বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পরিমাপ ও এর ফলে কৃষি, পানি ও অবকাঠামো খাতে কি প্রভাব পড়বে তা নিরূপণ করা হয়েছে এবং দেশব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরূপণে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে Climate Vulnerability Assessment করা হয়েছে। এ সকল গবেষণা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি অনুধাবন এবং সরকার কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রকল্প অগ্রাধিকার নিরূপণ এবং প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর করেছে।

- গ্রীণ হাউজ গ্যাস উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যে UNFCCC-এর আওতায় গৃহীত Kyoto Protocol এর আওতায় স্থাপিত Clean Development Mechanism (CDM)-এর আওতায় বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ২৮ টি CDM প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ২১ টি প্রকল্প ইতোমধ্যে UNFCCC- এর CDM Executive Board কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।

- পরিবেশ অধিদপ্তর UNFCCC-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত Climate Technology Centre and Network (CTCN)- এর মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো হতে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে National Designated Entity (NDE) হিসেবে কাজ করছে। CTCN-এর আওতায় প্রাথমিকভাবে ০৫টি অভিযোজন ও প্রশমন টেকনোলজি চিহ্নিত করে Technical Assistance এর জন্য CTCN-এ প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু ৩টি প্রযুক্তি হস্তান্তরিত হয়েছে এবং আরো ৩টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

- বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলের টার্গেট অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে ৩৫% এইচসিএফসি ফেজ আউট করেছে এবং ২০২০ সালের জুন মাসে হাইড্রোফ্লোরোকার্বন বা এইচএফসি নিয়ন্ত্রণে মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালি সংশোধনী স্বাক্ষর করেছে। বর্তমানে সরকার এইচএফসি নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু করেছে।

- UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Adaptation Fund হতে ৯.৯৯৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ছোট দ্বীপ ও নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটিতে প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

- Global Environment Facility (GEF)-এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF)-এর ৫.২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Ecosystem based approaches to Adaptation (EbA) in the drought prone Barind Tract and Haor 'Wetland' Area" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বরেন্দ্র ও হাওড় অঞ্চলে বিভিন্ন অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি) গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাই এ তহবিলের মূল লক্ষ্য।

- ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের মাধ্যমে প্রায় ৩৬৯০.৫৬৩২ কোটি (তিন হাজার ছয়শত নব্বই কোটি ছাপান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয়ে ৯২২ (নয়শত বাইশ) টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬০৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

- The Climate Vulnerable Forum (CVF)-এ বাংলাদেশ নেতৃত্ব করে আসছে। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত CVF/V20-এর প্রেসিডেন্সি বাংলাদেশ তার সফল দুই বছরের মেয়াদ শেষ করেছে। এটি বাংলাদেশ জন্য দ্বিতীয়বারের মতো CVF-এর সভাপতিত্ব।

- বিসিসিটির অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ২৩১.৪০কি:মি: উপকূল রক্ষা বাঁধ, ১৪টি সাইক্লোন সেল্টার কাম স্কুল, ২০০.৬৪ কি:মি গ্রামীন রাস্তা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ৮৫২৯ টি ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। নদী ভাঙন থেকে জন পদ রক্ষার জন্য ৩৫২.১২ (তিনশত বায়ান্ন দশমিক বার) কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ এবং ৯০ কিলোমিটার তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- বিসিসিটির মাধ্যমে চাষাবাদের জন্য পানির প্রয়োজন মেটাতে ৫৯০.৬০ কিলোমিটার খাল খনন অথবা পুনঃখনন, ০৩টি রাবার ড্যাম, ১৮টি রেগুলেটর, ১৬টি আউটলেট এবং ১২টি ইনলেট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও শহর এলাকায় জলাবদ্ধতা হ্রাসকরণে ১২৮.৭০ কিলোমিটার পয়ঃনিষ্কাশন নালা নির্মাণ করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে সমুদ্র উপকূল রক্ষা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং কার্বন নিঃসরণের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার টি বৃক্ষরোপণ এবং ৬৯২১.৭ হেক্টর বনভূমি বনায়নের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ১০৯০৮টি সোলার হোম সিস্টেম, ২৪৫১টি পানি বিশুদ্ধকরণ সৌর প্ল্যান্ট, ১৭৫১টি সোলার স্ট্রিট লাইট এবং ১৩টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

৬. দূষণ নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি

৬.১ বায়ুদূষণ

- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ জারীকরণ পূর্বক দেশে ইট ভাটা হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে উন্নত প্রযুক্তির ইট ভাটার প্রচলন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতির ৮৪.০৬% ইটভাটাকে উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

- সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে (ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিং বন্ড রাস্তা গ্রাম সড়ক টাইপ-'বি) পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ১০০% ব্লকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারিকরণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে।

- বাতাসের গুণগত মান বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং দূষণ রোধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে দেশব্যাপি নিয়মিত পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগত মান মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (CAMS) স্থাপন করা হয়েছে।

- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গ্রামীণ পর্যায়ে রান্নার কাজে জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রায় ১০.০০ লক্ষ উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) স্থাপন করা হয়েছে।

- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে সমগ্র দেশে শতভাগ সিএফসি'র ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে।

৬.২ পানি দূষণ

- বিগত ১৫ বছরে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমগ্র দেশে ২,৯০৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২,৪৭৪টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে।

- বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণ রোধে হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারী শিল্পসমূহ কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপপূবক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধারায় অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

- বিগত ১৫ বছরে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সমগ্র দেশে ইটিপি প্রযোজ্য ২,৯০৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২,৪৭৪টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৫৬ টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২৭টি নদীর ৯৯টি স্থানে নিয়মিত পানির গুণগত মান মনিটরিং করা হচ্ছে ।

- নদ-নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী সকল প্রতিষ্ঠানের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) এলাকায় IP Camera সংযোজন করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইতোমধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৩৪৬ টি শিল্পকারখানার ETP এলাকায় IP Camera সংযোজন করা হয়েছে।

- শিল্প/কারখানা দ্বারা দূষণ রোধে ঢাকার চারপার্শ্বস্থ (০৪) চারটি নদী যথাক্রমে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ নদীকে সুরক্ষা ও পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৫ এর আলোকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণ রোধে হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারী শিল্পসমূহ কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধারায় অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৬.৩ শব্দদূষণ

- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম: শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে ৩৯,৫২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দেশব্যাপী শব্দের মানযাত্রা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাসহ ব্যাপক প্রচার প্রচারণা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকাসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

১৫ অক্টোবর, ২০২৩ সকাল ১০টা থেকে ১০টা ১ মিনিট পর্যন্ত
ঢাকা শহরের ১২টি স্থানের একটি 'এক মিনিট শব্দহীন' কর্মসূচি

- জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত শব্দ দূষণের দায়ে মোট ৯৯৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪,৩৩৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৫১,০৪,৯০০/- টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ৩,১৫৮টি হর্ন জব্দ করা হয়েছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

৬.৪ প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ

- প্লাস্টিকের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১০ বছর মেয়াদী 'Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh' প্রণয়ন করা হয়েছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধ করার লক্ষ্যে উপকূলীয় ১২টি জেলার ৪০টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ০৮টি এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ৩ বছর মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণের বর্তমান অবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে "Bangladesh-Country Report On Marine Litter Status" শীর্ষক রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ২০১৮ সালে South Asia Co-operative Environment Programme(SACEP) কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- সকল প্রকার নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন ও বিপননের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ বা সীমিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার রোধে জানুয়ারি ২০১৯ সাল হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ২,৪০৬টি (দুই হাজার চারশত ছয়টি) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৪,০২৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৫,৯৪,৫৭,২৫০/- (পাঁচ কোটি চুরানব্বই লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক ৫,৯৩,৮৭,২৫০/- (পাঁচ কোটি তিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ১৭০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৯৭৫.৬১১ মেঃ টন পলিথিন/দানা/পলিমার জব্দ করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জব্দকৃত পলিথিন কারখানা

৬.৫ পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- সরকার প্লাস্টিক বর্জ্যসহ সকল প্রকার কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১০ সালে National 3R Strategy for Waste Management প্রণয়ন করেছে। উক্ত Strateg বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক পাইলট প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পৌরবর্জ্য হতে কম্পোস্ট তৈরীর লক্ষ্যে ৮ টি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

- দেশব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে মনিটরিং ও পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.৬ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের নিয়ন্ত্রণ

মার্চ ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে "পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিত্যাক্ত প্রায় ৫০০ টন ডিডিটি (DDT) পেস্টিসাইড অপসারণপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে ধ্বংসের জন্য ফ্রান্সে প্রেরণপূর্বক বাংলাদেশকে ডিডিটি মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে ডিডিটি অপসারণ কার্যক্রম

৭ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান

- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরলবর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা এবং শব্দ প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপনসহ সুষ্ঠু পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা স্থাপনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।

- বিগত ১৫ (পনেরো) বছরে প্রায় ৭৬,৯০৬ (ছিয়াত্তর হাজার নয়শত ছয়) টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৮০ হাজার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে।

৮ পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

২০০৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন জেলা কার্যালয় ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিগত ১৫ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল ২৬৭ হতে ১১৩৩ এ উন্নীত করেছে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহানগর কার্যালয় এবং ময়মনসিংহ ও রংপুরে বিভাগীয় কার্যালয়সহ ৫০ জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বাকি জেলা কার্যালয়সমূহও অতিদ্রুত স্থাপন সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের জন্য ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় গবেষণাগারটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে জিএমও ডিটেকশন কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করা হয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৯. পুরস্কার প্রবর্তন

সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করে। ২০১০ সাল থেকে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সংস্থাকে 'বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ বিজয়ীকে ক্রেস্ট, চেক ও সনদপত্র প্রদান করছেন

১০. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা

১০.১ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)

- দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৯ সালে দেশের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সাল থেকে বিগত ১৫ বছরে দেশের আরও ৫টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণাপূর্বক মোট ১৩টি ইসিএ এলাকাকে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

টাঙ্গুয়ার হাওর, সরকার ঘোষিত একটি ইসিএ

- Global Environment Facility (GEF)-এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF)-এর ৫.২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে এবং জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP-এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Ecosystem based approaches to Adaptation (EbA) in the drought prone Barind Tract and Haor Wetland Area" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বরেন্দ্র ও হাওড় অঞ্চলে বিভিন্ন অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

১০.২ জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAP) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ মেয়াদে প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.৩ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ বাস্তবায়ন, জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও দেশে জীবনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সনদের অন্তর্গত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির সদস্য দেশ হিসেবে জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়নপূর্বক এগুলো বাস্তবায়নে কাজ করেছে।

১০.৪ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের বন এবং বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস (আন্তর্জাতিক বন দিবস, আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস, বিশ্ব হাতি দিবস, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস, বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস, আন্তর্জাতিক শকুন দিবস ইত্যাদি) উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপি নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

১০.৫ বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রয়কালে এ পর্যন্ত (জুলাই ২০১২ থেকে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত) মোট ৪১৮৮৯ টি বন্যপ্রাণী (উভচর, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পাখি) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে ১৪০৫টি ট্রফি (বন্যপ্রাণীর শরীরের যে কোন অংশ) উদ্ধার করা হয় এবং ১২৯টি মামলা দায়ের সহ ১৯৫ জন অপরাধীকে জরিমানা ও কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের একাংশ

১০.৬ স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান

২০২১ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য তথা সুন্দরবন সংরক্ষণে ও টেকসই উন্নয়নে স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট (SEA) এবং স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (SEMP) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রে জমা দেওয়া হয়েছে।

১০.৭ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি

বনায়ন, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় গঠিত কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর সদস্য হিসেবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে।

১০.৮ সংরক্ষিত বন

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৯-২০১০ হতে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ৮টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৪টি ইকোপার্ক, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া (সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড ও সেন্টমার্টিন) এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৭টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫৩টি।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

১০.৯ বাঘ সংরক্ষণ

- সুন্দরবনে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৬টি এবং ১১৪টি। উল্লেখ্য সুন্দরবনে ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ফলে জরিপের তুলনামুলক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের তুলনায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Tiger Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে ধারনকৃত রয়েল বেঙ্গল টাইগার

- সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা গণনার জন্য ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে তৃতীয়বারের মত বাঘ জরিপ কার্যক্রম শুরু করা রয়েছে। সুন্দরবনে ২০২২-২৩ আর্থিক সালে ৬৫,০০০ কি.মি. SMART Patrolling কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০.১০ হাতি সংরক্ষণ

হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (2018-2027) প্রণয়ন, দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবাউন্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণে ১২০টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিমের মোট সদস্য সংখ্যা ১২০০ জন।

এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম কর্তৃক হাতি ও মানুষের সুরক্ষা প্রদান

২০১০-২০১১ হতে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত/পঙ্গু/ঘরবাড়ি ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৬৬৯ জনকে প্রায় ৬,০৬,৯০,৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

১০.১১ ডলফিন সংরক্ষণ

ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান ৬টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পটগুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্যসহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা; জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৭টি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ডলফিন কনজারভেশন এ্যাকশন প্ল্যানসহ ডলফিন সংক্রান্ত মোট ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গাঙ্গেয় ডলফিন

১০.১৫ মহাবিপন্ন বাংলা শকুন রক্ষা

বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' বাংলা শকুন সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা এবং দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ 'ডাইক্লোফেনাক' এবং কিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মহাবিপন্ন বাংলা শকুন

১০.১৬ কুমির প্রজনন

সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত (১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; ৮.০ একর) বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে কুমির এর কনজারভেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনে কুমির এর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রে লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সুন্দরবনের নদীতে অবমুক্তকৃত কুমির ছানা

১০.১৪ সামুদ্রিক বিরল ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

সামুদ্রিক বিরল ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ২টি হাঙ্গর প্রজাতি ও ২টি শাপলাপাতা মাছ প্রজাতির নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিং (NDF) এবং বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা (২০২৩-২০৩৩) অনুমোদিত হয়েছে।

শাপলা পাতা মাছ

১০.১৫ বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ

বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উদ্ভিদের লাল তালিকা (Red listing of Plants) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ৫টি রক্ষিত এলাকায় বিদেশী আগ্রাসী প্রজাতি (Invasive Alien Species) নিয়ন্ত্রণের জন্য Invasive Alien Species নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০.১৬ ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

- সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণরোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণে ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- সমুদ্রসহ দেশের সকল জলপথ ও জলজ প্রতিবেশে তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য 'জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (National Oil and Chemical Spill Contingency Plan-NOSCOP) ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব্লু-ইকোনমি, বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা

১১ বনাচ্ছাদন ও বৃক্ষাচ্ছাদন

- বন অধিদপ্তর ভূ-উপগ্রহচিত্র (Satellite Image) ব্যবহার করে দেশের ভূমি ব্যবহার মানচিত্র এবং বৃক্ষাচ্ছাদন মানচিত্র ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। এতে দেখা যায় যে, বনাচ্ছাদন দেশের মোট ভূমির ১৪.১ শতাংশ এবং বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশ।

- উপকূলীয় ও অন্যান্য বন এলাকায় বনায়ন: ২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২৩ আর্থিক সাল পর্যন্ত ম্যানগ্রোভসহ সর্বমোট ২,১৭,৪০১.৫ হেক্টর ব্লক, ৩০,২১৯ সিডলিং কি.মি. স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২৩ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৮৯,৮৫৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

ড্রোনে ধারনকৃত উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনি

- শালবনের জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারে ৭,২২০ হেক্টর সমতলভূমি এবং ১,৩০,৫৮০ হেঃ পাহাড়ী অবক্ষয়িত বনভূমিতে বনায়ন; ৫০০ হেক্টর আগর বাগান; ১৫,০০০ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান সৃজন এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বমূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাকৃতিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলবাসীর জান-মাল রক্ষার্থে সমগ্র উপকূল জুড়ে সবুজ বেষ্টনী সৃজন করার লক্ষ্যে ৫০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান, ২,৭০০ হেক্টর এনরিচমেন্ট (ম্যানগ্রোভ) এবং ৯০০ হেক্টর ঝাউ বাগানসহ অন্যান্য বাগান সৃজন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া বনায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৪,৪৯৮.৫ হেক্টর ব্লক, ১৭০১ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান এবং ৯৪৫০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ

- অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন, বন ব্যবস্থাপনা ও বাগান সৃজন: দারিদ্র বিমোচন এবং বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধিতে ২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২৩ আর্থিক সাল পর্যন্ত সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৯৯ জন উপকারভোগীর মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে ৩২৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ১১৪ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং রাজস্ব খাতের ৭৭৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৩৩ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হয়েছে। বনায়ন, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬১৫টি গ্রামের ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বন বিভাগের নার্সারী

- চারা বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম: দেশের ৬১টি জেলায় নার্সারী থেকে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলজ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা উত্তোলনপূর্বক সরকার নির্ধারিত স্বল্প বিক্রয় এবং বিতরণের নিমিত্তে ১০ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৮ হাজার চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী তথা মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারা দেশে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে বনজ, ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষের চারা জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

১২ রাবার উৎপাদন ও রাবার শিল্প

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ একটি স্বতন্ত্র বোর্ড হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালের পর থেকে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ডাটাবেইজ প্রণয়নের মাধ্যমে রাবার চাষীদের তথ্য সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে উচ্চফলনশীল ক্লোন আমদানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। রাবার চাষ পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এ যাবৎ ৬০ জন বাগান মালিক, ২৮ জন ম্যানেজার এবং ৩৩৩ জন টেপারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশে রাবারের চাহিদা বাৎসরিক ৩০,০০০ মেট্রিক টন, বিএফআইডিসি দেশের রাবারের মোট চাহিদার ২৫% রাবার উৎপাদন করে । বর্তমানে ১৮ টি রাবার বাগানে রাবার গাছের সংখ্যা ৪০,১৪,৮৭৭টি। যা প্রতিনিয়ত পরিবেশ হতে বিপুল পরিমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশ ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় তাৎপযপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। মে-২০১৩ হতে বিএফআইডিসি আন্তর্জাতিক বাজারে মোট ২৪,৩৬২ মে:টন রাবার রপ্তানী করে ৩৭৮.৭১ লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থ্যাৎ ৩০৮,০২,৯১,৫৫৫.০০ (তিনশত আট কোটি দুই লক্ষ একানব্বই হাজার পাচঁশত পঞ্চান্ন) টাকা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

রাবার বাগান, শ্রীমঙ্গল

১৯ গবেষণা সাফল্য

- বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ)-এর বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণা কাজের ফলাফল বিষয়ক 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ২৫ (পঁচিশ) টি সংখ্যা এবং 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামক জার্নালের ০৬টি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

- জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে উদ্ভিদ জরিপ ও তথ্য-উপাত্তসহ নমুনা সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০১৫-১৮ মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪৫,১৪৬টি উদ্ভিদ নমুনা (ডুপ্লিকেটসহ ১,৫০.০০০ টি নমুনা) সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও প্রক্রিয়াজাতপূর্বক হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেছে। সংগৃহীত এসব উদ্ভিদ নমূনা প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকরণের সময় বাংলাদেশের জন্য নতুন এমন ৯২ (বিরানব্বই) টি উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ৩৪৪টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে বিলুপ্তপ্রায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- আইইউসিএন বাংলাদেশের কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন বর্ণিত কার্যক্রমের আওতায় দেশের ফরেস্ট ইকোসিস্টেমের ১০০০টি ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির রেডলিস্ট এসেসমেন্ট এবং পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র উদ্ভাবনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত আড়াই লক্ষ উদ্ভিদ নমুনার একটি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ যাবৎ ১০৫০৯ টি হারবেরিয়াম নমুনার কম্পিউটার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক এই কার্যক্রমটি শেষ হলে সেবাগ্রহীতাগণ ঘরে বসে হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজেই পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে আগত ৪৩৫৪ জন গবেষককে হারবেরিয়াম হতে উদ্ভিদ বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল বাঁশের ৩টি নতুন জাত BFRI বাঁশ BB1, BN1, BS1 নিবন্ধিত হয়েছে।

- রাবারের ৩টি নতুন উচ্চফলনশীল জাত BFR ও রাবার গজ ০০১, গজ ০০২, গজ ০০৩ উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শ্বেত চন্দনের নার্সারি ও চারা উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে।

- টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদসহ বাঁশ-১৫টি, বৃক্ষ-০৭টি ও ঔষধি-০৮টি মোট ২৭ প্রজাতির টিস্যু কালচার প্রটোকল উন্নয়ন করা হয়েছে।

- এ পর্যন্ত ৩৮টি বৃক্ষ প্রজাতির (ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ-১২ টি, বনজ বৃক্ষ প্রজাতি-১২ ও বাঁশ প্রজাতি-১৪) কার্বন ধারণের পরিমাণ নির্ণয় করেছে

- নার্সারিতে আক্রমণকারী প্রধান ২০টি পোকা-মাকড় ও ১৫টি রোগবালাই শনাক্তকরণ এবং তাদের দমন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- মেহগনি (Swietenia macrophylla) কাঠ থেকে তৈরীকৃত ৯০০ কেজি/মি ৩ ঘনত্ব বিশিষ্ট ফাইবার বোর্ড কাঠের বিকল্প হিসেবে আসবাবপত্রের অংশে, ঘরের পার্টিশনে এবং সিলিং তৈরীতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

- বিলুপ্ত প্রায় বনজ বৃক্ষ ও ঔষধি বৃক্ষ সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠানটি ৬১ টি বিলুপ্ত প্রায় বনজ ও ২৬৩ টি ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণ করেছে।

- বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে ৩টি লবণাক্ত এলাকায় ম্যানগ্রোভ প্রজাতিসমূহের (সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কাঁকড়া, বাইন, খলসী, আমুর, গোলপাতা এবং অন্যান্য প্রজাতিসমূহ) ১১টি করে মোট ৩৩টি স্থায়ী নমুনা প্লট স্থাপন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত দেশের একমাত্র ব্যাম্বুসেটামে ৩৬ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
  রাবার গাছের কাণ্ড ও ডালপালা হতে মণ্ড তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট বাঁশের বিভিন্ন প্রকারের ফার্নিচার, দরজা ও টাইলস তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

- ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিন এর উপস্থিতিতে ফেলনা চা গাছের কুচি দ্বারা পার্টিকেল বোর্ড তৈরির উপর গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- প্রচলিত আগর নিষ্কাশন পদ্ধতি উন্নয়ন করে তেলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে আগর তেলের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৮৯ টি গবেষণা স্টাডির কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ৩৮১টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ৯৭ টি গবেষণা প্রযুক্তি/তথ্য উদ্ভাবন করেছে।

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত (১৯৫৫-২০২১) সময়ে ১১৩৭ টি গবেষণা নিবন্ধের সার সংক্ষেপ সম্বলিত বই Research Achievement of Bangladesh Forest Research Institute প্রকাশ করেছে যা বন উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

- সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে "আগর রিসার্চ ল্যাবরেটরি" নামে একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের আওতায় "বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি" নামে একটি ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে।

- বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত গবেষণা প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৯ টি বিষয়ে ২৬৯ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি-পর্যায়ে ৯,০০০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

BFRI ও National Herbarium ল্যাবরোটরিতে গবেষণা কার্যক্রম

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রযুক্তির সেমিনার, কর্মশালা, সভা ও শিক্ষা সফরে যুক্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থার সমূহের রয়েছে সমঝোতা স্মারক ও সহযোগিতা চুক্তি। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) সম্প্রতি US Forest Service International Program এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও নিম্নলিখিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত আছে ঃ

- IUFRO (International Union of Forest Research Organizations)- Austria
- APAFRI (Asia Pacific Association of Forestry Research Institutions) Malaysia
- CFA (Commonwealth Forestry Association)- England
- INBAR (International Network for Bamboo and Rattan)- China

US Forest Service International Program

১৪. প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মচারিগণ প্রতি বছর দেশে ও বিদেশে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ইত্যাদি প্রশিক্ষণে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা, সভা ও শিক্ষা সফরে যুক্ত হয়ে থাকেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের আয়োজনে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কর্মশালা

www.moef.gov.bd